জিওর্দানো ব্রুনোর স্মরণে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট মিলনায়তন

২৯ এপ্রিল ২০০৫ শুক্রবার

"ব্রুনোর আত্মত্যাগ ও যুক্তিবাদ"

অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম,
ফলিত রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষ কখনই কোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা ছাড়া জীবনকে মেনে নেয় নি। এটাই মানুষের স্বভাব। প্রাচীনকাল থেকেই, বিশেষ করে গ্রিক সভ্যতার শুরুর কাল থেকে, মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে এসেছে। 'আমি কে', 'কোথা থেকে এসেছি', 'কোথায় চলেছি', 'বিশ্বব্রহ্মান্ড কে নিয়ন্ত্রণ করছে', 'বস্তুর প্রকৃত সত্তা কি?', 'জীবন মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য কি?', ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে এসেছে মানুষ সেই আদিকাল থেকেই। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান যুগে যুগে এসব প্রশ্নের জুৎসই একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। সেসব প্রশ্ন স্থান-কাল-ঐতিহাসিকতার সীমানায় আবদ্ধ ছিল। উত্তরও। মধ্যযুগের দার্শনিকরাও তাদের যুগের ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত থেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চার্চের মৌলিক মতাদর্শগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। নতুন কোনো চিন্তার অনুসন্ধান করা সে সময় ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মধ্যযুগের এক হাজার বছর দর্শন ও বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের ক্রীতদাস ছিল বললে ভুল বলা হয় না। মধ্য ও আধুনিক যুগের সীমানায় দাঁড়িয়ে জিওর্দানো ব্রুনো তাঁর সীমাহীন জ্ঞানানুশীলনের জন্য ক্যাথলিক ধর্ম আদালতের রায়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

জিওর্দানো ব্রুনো সময়ের অনেক আগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন একটা সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন যখন মধ্যযুগ শেষ হয়েও হয় নি, আবার আধুনিক যুগ শুরু হয়েও হয় নি। মধ্যযুগের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আধুনিক যুগের যুক্তিবাদ শুরুর সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম হয়। ১৫৪৮ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস পর্বতমালার অদূরে ছোট্ট একটি শহর নোলায় তার জন্ম। ইউরোপের দীর্ঘ অন্ধকার যুগের শেষে এই ইতালিতেই ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রেনেসাঁর যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তী দুশো বছর তা ইতালি এবং সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্পকলায় অভূতপূর্ব জোয়ার নিয়ে আসে। সে রেনেসাঁর কথা উঠলে আমরা ভাবে গদগদ হয়ে পড়ি। রেনেসাঁ যখন উত্তুঙ্গে, তখন সেই রেনেসাঁর সুতিকাগার ইতালিতে জন্ম গ্রহণ ক'রে জিওর্দানো ব্রুনোকে শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরম ক্ষমতাশালী চার্চের এক ঘৃন্য বিচারের রায়ে জীবন্ত পুড়ে মরতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বছরে তাঁর সে আত্মত্যাগ রেনেসাঁর সব অর্জনকে যেন ব্যঙ্গ করে। ১৫৫০ সালের পর রেনেসাঁ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। রিফর্মেশন বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে সমগ্র ইউরোপ তখন কাঁপছে। ব্রুনো সেই সময় তাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তখন দর্শন ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটে নি। দর্শনচ্যুত বিজ্ঞান কিংবা বলা যায় বিজ্ঞানচ্যুত দর্শনের এক অন্ধকারময় সময়ে ব্রুনো তাঁর বিপ্লবী মতবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হন।

ব্রুনো হত্যা প্রমাণ করে যে তখনও সমাজের ওপর গীর্জার দাপট কমে নি। ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের শক্তি তখনও তেমন বৃদ্ধি পায় নি। সামন্তবাদী অর্থনীতির ভাঙ্গন শুরু হলেও সমাজের ওপর তার সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ তখনও রীতিমত বহাল রয়েছে। পুঁজিবাদ কেবল উঁকিঝুঁকি মারছে। শিল্পবিপ্লব তখনও বহুদূরে। গীর্জার সঙ্গে রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ তখনও নিরসন হয় নি। আর রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব তখনও জমে ওঠে নি। সময়ের সাথে সাথে শেষের দুই দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। বলা যায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই গীর্জা ও সেক্যুলার শাসকের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে আসছিল। পোপ ইনোসেন্ট III (১১৯৮-১২১৬)-র সময়ে চার্চ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু তা অল্পকাল স্থায়ী হয়। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব গীর্জার পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। গীর্জা তার ক্ষমতা সংরক্ষণে মরিয়া হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ইহজাগতিকতা এবং প্রটেস্টান্ট ধর্মের বিস্তার রোধে মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৫৪২ সালে খ্রিস্টীয় ধর্ম আদালত (Inquisition) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৬৪ সালে Council of Trent সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ বই-এর তালিকা প্রকাশ করে। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরস্পর সহ অবস্থান করে। অকসফোর্ড, কেমব্রিজ,

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সমস্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়ার শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ব্র"নোর ওপর যখন অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়, সেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পশ্চিম ইউরোপ কিছুটা হলেও মধ্যযুগীয় বিশ্বছবি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকলেও মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের রেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বাসের স্থানটি ক্রমশ গ্রহণ করতে থাকে যুক্তি। আবেগ, মিথ এবং অতিপ্রাকৃত কিছুর স্থান দখল করে যুক্তিবাদ। মানুষ তার নিজের ওপর আস্থা ফিরে পায়। নবোত্থিত বিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলা করতে পারে না পশ্চিম ইউরোপ। সেইসঙ্গে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ এগিয়ে চলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। বংশ পরিচয় নয়, মেধা, মনন ও পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে সাধারণ ঘরের মানুষ। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের নতুন বিশ্বছবি, ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এরিস্টটলের মধ্যযুগীয় বিশ্বছবিটাকে। সেই নবোত্থিত বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণায় দর্শন ধর্মতত্ত্বের শক্ত রশি ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে সমর্থ হয়। অনেকেই অ-খ্রিষ্টান হয়ে পড়েন, অনেকে আবার ধর্ম বিরোধী। যুক্তিহীন বিশ্বাস নয়, অনুভুতিপ্রসুত যুক্তিই হয়ে ওঠে তাঁদের হাতের প্রধান হাতিয়ার। অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়েই তাঁরা ওপরের প্রশ্নগুলির সমাধান চান। কোন প্রাচীন বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব তাঁরা আর মানতে রাজী নন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুর"ত্ব অনুভুত হতে থাকে। আল কেমিস্টরা হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধারাই ব্যবহার করতো। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞান চেতনা বিরোধী। লক্ষ্য ভুল হলে যা হয়, তাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তবে তাঁদের সে অপচেষ্টার ফলে আধুনিক রসায়ন জন্মগ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্ভবত রোজার বেকন (১২১৪-১২৯২) সর্বপ্রথম যুক্তি ও হাতে কলমে পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর জোর দেন এবং এরিস্টটলের অপবিজ্ঞানকে সাংঘাতিক ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি এরিস্টটলের সমস্ বই পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সামন্তবাদী অর্থনীতির ভাবাদর্শ ও জীবনাচরণের অমানবিকতার কথা বলেন। চারিত্রিক সঙ্গতি না থাকলেও তার দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল বস্তুতান্ত্রিক। এরিস্টটলীয় ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং গীর্জা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে বন্দি করা হয়। জিওর্দানো ব্র"নোর হত্যার ২০ বছর পর ফ্রান্সিস বেকন (১৫১৬-১৬২৫) তাঁর বিখ্যাত বই 'নোভাস অর্গানাম', প্রকাশ করেন। সেই বইতে তিনি স্কলাসটিসিজম নামের বিজ্ঞান বিরোধী দর্শনকে আক্রমণ করেন এবং আধুনিক আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানের বন্ধ দরজা খুলে দেন। ঐ বইতে বেকন পরিষ্কার ভাষায় ধর্মের বিজ্ঞান বিরোধী চরিত্রের উল্লেখ করেন এবং ধর্ম-সংস্থার হাতে বিজ্ঞানীদের অত্যাচার-নির্যাতনের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে মাত্র ২০ বছর আগে ক্যাথলিক চার্চ যে ব্র"নোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল, সেকথার কোনো উল্লেখ নেই উক্ত গ্রন্থে।

একজন সৈনিক জিওভ্যানী ব্র"নোর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সত্যি কথা বলতে কি ব্র"নোর কোনো পরিবার ছিল না, জন্মস্থান ছিলনা, রাষ্ট্র ছিল না, ধর্ম ছিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ-একা। ভবঘুরের মত প্রাণ হাতে করে ইউরোপের দেশে দেশে তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তবুও আশ্চর্যের কথা এই যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যাজক-ঐতিহ্যের দ্বারা নিপীড়িত নিঃসঙ্গ ব্র"নো তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ওপর দাঁড়িয়ে একজন প্রকৃত দার্শনিকের মত পৃথিবীকে বিচার করতে বসেছিলেন। এটা আশ্চর্যের এই জন্য যে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এই ধরণের চিন্তায় অভ্যস্ হয়ে পড়েন। তাই বলছিলাম ব্র"নো তাঁর সময়ের অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন তার দর্শন শোনার কান তৈরি হয় নি। বিশ্বাস করার মন তো তৈরিই হয় নি।

আধুনিক অর্থে ব্র"নোই ছিলেন প্রথম সর্বপ্রাণবাদী। সর্বেশ্বরবাদ মনে করে পৃথিবীর সবকিছুর প্রাণ আছে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তাই ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য কোন উপাসনালয়ের প্রয়োজন নাই। তিনি খ্রিষ্টিয় ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বস্তুবাদ ও স্টয়িক মতবাদের পুনর"খান ঘটান। তার সঙ্গে অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রফেটিক ধারনা সংযুক্ত করেন।

তের বছর থেকে পরবর্তী দশ বছর তিনি নেপলসের সেন্ট ডোমিনিকান স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন। বিখ্যাত স্কুল সেটি। সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাস ছিলেন ডোমিনিকান গোত্রের একজন মানুষ। তিনি সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ব্র"নো এ্যাকুইনাসের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি এবং কিছুকালের মধ্যে ব্র"নো একজন ডোমিনিকান ধর্মযাজক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি জিওর্দানো নামটি গ্রহণ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের সবাই তাঁর অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির পরিচয় পান। তিনি একজন স্পষ্টভাষী, মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাক সংযম করতে জানতেন না। যা সত্যি মনে করতেন, অনায়াসে তা প্রকাশ করতে পিছপা হতেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে বিপদের জালে জড়িয়ে ফেলেন। প্রমাণ হয়ে যায় যে এই বালক ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নন। সেকালে ছাত্রদের প্রশ্ন করার কোনো

অধিকার ছিল না। শিক্ষক ছাত্রদের যা শেখান, ছাত্রদের সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। ছাত্র অবস্থায় যা তাকে শেখানো হতো, শিক্ষক হয়েও তার মধ্যে মুখ ডুবে থাকাই ছিল, সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। শিক্ষকরা ছিলেন পুরাতন জ্ঞানের সংরক্ষক। নতুনের প্রতি তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ছাত্ররা ছিল তাঁদের শ্রোতা। শিক্ষকদের জ্ঞানের প্রশংসা করাই ছিল একজন ভাল ছাত্রের সদগুণ। নতুন কোনো কথা বলা, কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ ছিল শাস্যিোগ্য অপরাধ। সৃজনশীলতা ছিল মহাপাপ। তারা পরিশ্রম করবে, পরীক্ষা দেবে এবং ফলের জন্য অপেক্ষা করবে। শিক্ষা ছিল এরকম একরৈখিক ব্যাপার। কিন্তু ব্র"নোর চরিত্রে সেরকম সদ্‌গুণ ছিল না। নতুনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল মজ্জাগত। মাঝে মধ্যে বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করে শিক্ষকদের বেকায়দায় ফেলে দিতেন। তাই অচিরেই তিনি বিপদগ্রস্ হলেন। প্রচলিত ধর্মকে তিনি যুক্তির অস্ দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতেন। ফলে শিগ্গীরই তিনি ধর্ম আদালতের নজরে পড়েন। ১৫৭৬ সালে বিচার এড়াতে তিনি নেপলস ত্যাগ করে রোমে যান। সেখানেও নিস্তার নেই। বিচারের ভয়ে সত্বর রোম ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ডোমিনিকান ধর্মমত পরিত্যাগ করেন। ১৫৭৯ সালে তিনি জেনেভায় যান। সেখানে কেলভিন একটি প্রটেস্টান্ট রিপাবলিক স্থাপন করেছিলেন। তিনি কেলভিন ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি তা ধরে থাকতে পারেন না। আবারও তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। একটি প্রবন্ধে তিনি জনৈক কেলভিনপন্থী দর্শনের অধ্যাপককে আক্রমন করেন এবং তাঁর একটি বক্তৃতায় ২০টি ভুল শনাক্ত করেন। ফলে তাঁকে কিছুদিন কারাভোগ করতে হয়। ভুল স্বীকার করে তিনি মুক্তি পান।

১৫৮১ সালে তিনি প্যারিসে পলায়ন করেন। সেখানে তখন ক্যাথলিক ও হুগোনটদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধ চলছে। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কারণে সেখানে তিনি শিক্ষকতার কোনো কাজ পেলেন না। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সেখানকার বিদ্বৎসমাজের সামনে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিকে তিনি কিছু সহানুভুতিশীল বন্ধুও পেয়ে যান। তাঁর গুণপনা, বিশেষ করে তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তির কথা, রাজা তৃতীয় হেনরির কানে পৌঁছায়। ব্র"নোর নতুন দর্শনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ব্র"নো কি আসলেই জাদুকর নাকি মায়াবী কিছু, তা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ব্র"নো তাঁর প্রখর স্মরণশক্তির জন্য যাদুকর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজা তাকে ডেকে পাঠান। ব্র"নো তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ম্যাজিক নয়, তাঁর সিসটেম সুসংগঠিত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অল্পকালের জন্য হলেও ব্র"নো ফ্রান্সের রাজার আশীর্বাদ লাভ করেন। ১৫৮৩-১৫৮৫ এই দুই বছর তিনি লন্ডনে ফরাসি রাষ্ট্রদুতের বাড়ীতে বাস করেন। এই সময় ১৫৮৪ সালে তাঁর দুখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। The Ash Wednesday Supper এবং On the Infinity Universe and Worlds. এ বই দুখানি তো বটেই, তাঁর প্রায় ২০ টি গ্রন্থের সবগুলোই ইটালি ভাষায় লেখা। প্রথম বইটিতে তিনি কপারনিকাসের সুর্য কেন্দ্রিক সৌরজগতের সমর্থনে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বইটিতে তিনি আমাদের বিশ্বব্রক্ষান্ডের মত আরও অসংখ্য বিশ্বব্রক্ষান্ডের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ তুলে ধরেন এবং বলেন তাদের প্রত্যেকটিতে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর বাস আছে। তাঁর এ মত সরাসরি বাইবেলের জেনেসিস পর্বের বিরোধী। তাই চার্চ তা মানতে রাজী ছিল না। ঐ বছর তাঁর আরও একখানা বই প্রকাশিত হয়। 'On Cause, Principle and Unity'। এই তিনখানা বইতে ব্র"নো তাঁর বিশ্বতত্ত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তা ছিল ধর্মীয় ও এরিস্টটলিয় বিশ্বতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষ বইতে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত বলেন 'The entire globe, this star, not being subject to death and dissolution and annihilation being impossible anywhere in Nature, from time to time renews itself by changing and altering all its parts. There is no absolute up or down, as Aristotle taught; no absolute position in space; but the position of a body is relative to that of other bodies. Everywhere there is incessant relative change in position throughout the universe, and the observer is always at the center of things." [সমগ্র পৃথিবী ও তারকারাজির কোনো মৃত্যু নেই এবং তারা কখনও ভেঙ্গে পড়ে না। সুতরাং প্রকৃতির কোথাও কিছুর মৃত্যু অসম্ভব। সময় সময় তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা পুনর্গঠিত হয় মাত্র। ওপর ও নীচ বলে ধ্র"ব কিছু নেই, যেমনটি এরিস্টটল শিক্ষা দিয়েছেন, মহাশূন্যে স্থায়ী আসন বলেও কিছু নেই। একটি বস্তুর অবস্থান অন্য আর একটি বস্তুর অবস্থানের সঙ্গে আপেক্ষিক। বিশ্বব্রক্ষান্ডের সর্বত্র বস্তু অবিরাম পরিবর্তনের অধীন এবং পরিদর্শক সবসময়ই বস্তুজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করেন। (স্বাধীন অনুবাদ শ. ই.)] এভাবে ব্র"নো গতির আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আভাষ দেন।

কোপারনিকাস শুধু সৌর জগতের কেন্দ্রে পৃথিবীর জায়গায় সুর্যকে স্থাপন করে এক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। কোপারনিকাস অনন্ত বিশ্বজগতের কথা ভাবেন নি, তাঁর ভাবনা ছিল সসৌরজগৎকে ঘিরে। কিন্তু ব্র"নো কপারানিকাসের কল্পিত সীমিত বিশ্বের মডেলটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অসীম বিশ্বব্রক্ষান্ডের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, একাধিক বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের ধারণাও তিনি করেছিলেন। পরবর্তী বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ব্র"নোর কল্পনাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে। হাজার হাজার বিশ্বব্রক্ষান্ডের অস্তিত্ব আজ আর অনুমানের ব্যাপার নয়। তাই জার্মান দার্শনিক আর্নেস্ট ক্যাসির বলেন,

"ব্র"নোর সিদ্ধান্ মানুষের স্বাধীনতার পথে প্রথম ও চুড়ান্ পদক্ষেপ। মানুষ কেবল আমাদের বিশ্বব্রক্ষান্ডের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। ..... অনন্ ও অসংখ্য বিশ্বব্রক্ষান্ডের ধারণা মানুষের যুক্তির সীমানাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বরং তা মানুষের চিন্ার স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট উদ্দীপক সিদ্ধান্।" (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃঃ ১৩৭)

এর কিছু আগে ১৫৮২ সালে তাঁর দুখানা বই প্রকাশিত হয়। Shadows of Idea এবং Art of Memory। এই বই দুখানাতে তিনি মানুষের ধারণা বা আদর্শকে সত্যের ছায়া বলে মনে করেন। একই বছরে তাঁর Brief Architecture of the Art of Lully নামে আরো একটি বই প্রকাশিত হয়। লুলি নামের প্রধান চরিত্রটি গীর্জার ধর্মমত মানুষের বিচার বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ব্র"নো প্রমাণ করেন যে এই ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। খ্রিষ্টধর্মকে তিনি সম্স্লুর্ণ অযৌক্তিক বলে দাবি করেন। তিনি মনে করেন যে ধর্ম সম্স্লুর্ণ দর্শন বিরোধী। খ্রিষ্টধর্ম অন্যসব ধর্মের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে ধর্মের ভিত্তি হল অন্ধ বিশ্বাস। তথাকথিত প্রত্যাদেশের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তিনি যে অসীম বিশ্বব্রক্ষান্ডের প্রস্াবনা করেন সেখানে ঈশ্বরের ধারণার কোনো জায়গা রাখেন নি। তিনি ধারণাই করতে পারতেন না যে ঈশ্বর এবং প্রকৃতির কোনো আলাদা সত্তা আছে এবং পৃথকভাবে তাঁরা অস্িত্ববান। বাইবেলের জেনেসিস পর্ব, ক্যাথলিক চার্চ, এমন কি এরিস্টটল তেমনিই শিক্ষা দেয়। এটা ব্র"নো মানতে পারেন নি। তাঁর কাছে মেরীর কৌমার্য এবং যীশুর ক্রুসবিদ্ধের ব্যাপারটি অর্থহীন। তিনি বাইবেলকে অশিক্ষিতের জন্য একখানা বই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। তিনি চার্চের শিক্ষাকে অনর্থক মনে করেন এবং মনে করেন যে তা মানুষের অজ্ঞতাকে উস্কে দেয়। ব্র"নো লেখেন " Everything however men may deem it assured and evident, proves, when it is brought under discussion to be no less doubtful than are extravagant and absurd beliefs (John J. Kessler, Ph.D, Ch.E-Internet) " অর্থাৎ মানুষ যা কিছু সুনিশ্চিত এবং স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করে, সেগুলোকে যদি ব্যাপক আলোচনার আওতায় আনা যায়, তাহলে প্রমাণ হয়ে যায় যে সেগুলো কতটা অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক' (স্বাধীন অনুবাদ শ. ই.)। তিনি Libertes philosophica' নামে একটি শব্দবন্ধের প্রচলন করেন যার অর্থ হল চিন্ার স্বাধীনতা, স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা এবং যদি ই"ছা কর দর্শন সৃষ্টির স্বাধীনতা। তার চতুর্থ বইয়ের নাম ' The Incantation of circe', সিরসির যাদু । সিরসি হ"ছ হোমারের সেই যাদুকর যিনি মানুষকে পশুতে রূপান্র করে এবং সেই পশুর সঙ্গে তাদেরই ভুলভ্রান্ি নিয়ে আলোচনা করে। ব্র"নোর এই বইটা প্রমাণ করে যে তিনি অংংড়পরধঃরড়হ ড়ভ ওফবধ বা ভাবানুষঙ্গ নিয়ে চিন্া করতেন এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও তার পদ্ধতি নিয়ে অবিরাম প্রশ্ন উত্থাপন করতেন।

৩৪ বছর বয়সে ১৫৮২ সালে তিনি The Chandler নামে একটি নাটক লেখেন। নাটকের থিম এরকম: একজন মোমবাতি প্রস্তুতকারক চর্বি ও তৈলজ পদার্থ দিয়ে মোমবাতি তৈরী করে এবং সেগুলো বিক্রি করার সময় উ"চস্বরে বলতেন Behold in the candle borne by this Chandler, to whom I give birth that which shall clarify certain shadows of ideas ..... I need not instruct you of my belief. Time gives all and takes all away, everything changes but nothing perishes ..... with this philosophy my spirit grows my mind expands, whereof however obscure the night may be, I await the daybreak and they who dwell in day look for night ..... Rejoice, therefore, and keep whole if you can and return love for love (John J Kessler Ph. D. Ch.E. - Internet) অর্থাৎ 'আমার তৈরী এই মোমবাতির দিকে তাকান। এটি আমি তৈরি করেছি। এর আলো আপনাদের কিছু বিশ্বাসের ছায়াকে দীপ্তিমান করে তুলবে। ..... আমি আমার বিশ্বাস আপনাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। সময়ই সবকিছু দেয় আবার সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। সবকিছু পরিবর্তিত হয় কিন্তু কোনোকিছুই অস্িত্বহীন হয়ে যায় না। ..... এই দর্শনের সাহায্যে আমার মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, আমার মন প্রসারিত হয়। তবে রাত যতই অন্ধকারা"ছন্ন হোক, আমি দিনের জন্য অপেক্ষা করি এবং যারা সারাদিন ঘোরতর পরিশ্রম করেন তারা রাতের জন্য অপেক্ষা করেন। সুতরাং আনন্দ কর"ন। সম্ভব হলে তৃপ্তিতে পরিপুর্ণ থাকুন এবং ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা প্রদান কর"ন। (John J. Kessler-Internet).

ব্র"নো প্রায় এককভাবে কোপারনিকাসের সুর্যকেন্দ্রিক বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়ে যান। তখন প্রায় সবাই তার কথায় হাসাহাসি করতো-ব্যঙ্গ বিদ্র"প করতো। কোপারনিকাসের তত্ত্ব তখন প্রায় কেউই বিশ্বাস করতো না কারণ তা এরিস্টটলের বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। ১৫৮২ থেকে ১৫৯২ সালের মধ্যে ইউরোপে এমন একজন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া

যেত না, যিনি সক্রিয় ও খোলাখুলিভাবে কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্বের পক্ষে কথা বলতেন। একমাত্র ব্রুঁনো ছাড়া। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) কখনও ব্র"নোর সঙ্গে দেখা করেন নি এবং তিনি তাঁর কোনো লেখায় ব্র"নোর নাম পর্যন্ উল্লেখ করেন নি। কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) ও গ্যালিলিও উভয়েই ব্র"নোকে খুব একটা পছন্দ করতেন না।

ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল। তিনি তার গুণকীর্তনে খুবই বাড়াবাড়ি করেছিলেন। রানীকে তিনি অপেরা গায়িকা, প্রোটেস্টান্ট শাসক, পুতপবিত্র, স্বর্গীয় ইত্যাদি বিশেষণে ভুষিত করেছিলেন এবং তাকে His Most Christian Majesty এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর এই উ"ছাসময় উক্তি তাঁর বিচারের সময় তাঁর বির"দ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁকে একজন নাস্কি এবং ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রানী এলিজেবেথও ব্র"নো সম্স্লর্কে উ"চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তাকে একজন জুংলি, বিপ্লবী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও ভয়ঙ্কর মানুষ বলে মনে করতেন। ব্র"নো ইংরেজেদের কর্কষ মানুষ বলে মনে করতেন।

ইতোমধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিজয় সুচিত হয়েছে। ইংল্যান্ড তখন ক্যাথলিক ধর্ম ও রোমের বির"দ্ধে সো"চার। ব্রুঁনো এতে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদুতের সঙ্গে ইংলন্ডে যান। অনেক আশায় আবার বুক বেঁধে ব্র"নো অক্সফোর্ডে দর্শনের অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ করেন। কিন্তু অক্সফোর্ড তখনও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নির্জীব এরস্টটলবাদের হাতে বন্দি। ব্র"নো সেখানে কোপারনিকাসের নতুন বিশ্বতত্ত্বের সমর্থনে বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু অক্সফোর্ডে তখন সাধারণভাবে কোপারনিকাসের সে তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। সেখানে তখনও সুর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। সেইসঙ্গে তিনি এরিস্টটলের বিশ্বছবিটাকে উ"চকণ্ঠে আক্রমণ করেন। ব্র"নো ভীমর"লের চাকে আঘাত করেন। তাঁর সেই বক্তৃতা তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি করে। চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হন তিনি এবং অক্সফোর্ড ছাড়তে বাধ্য হন। লন্ডনে এসে ফরাসী রাষ্ট্রদুতের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৫৮৫ সালের আগে তিনি আর প্যারিসে ফিরে আসেন নি। প্যারিসে এসে পুণরায় তিনি বিপদের মধ্যে পড়েন। কেমব্রাই কলেজে বক্তৃতায় তিনি এরস্টটলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং কোপারনিকাসের তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে স্রোতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাকে কেবল ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেই তারা ক্ষান্ হন নি, শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হয়। দেশ ছেড়ে পালাতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। তিনি পালান কিন্তু তিনি তার মতাদর্শ পরিত্যাগ করেন না। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে ঘুরে বেড়ান। পাঁচ বছর তিনি মধ্য ও পুর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মাঝে মধ্যে মার্বুব, মেইনজ, উইটেনবার্গ, প্রাগ, হেমেস্টেড, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং জুরিখ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। এসব প্রোটেস্টান্ট দেশ। এর মধ্যে তিনি ল্যাটিন ভাষায় দর্শন, বিশ্বতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, ম্যাজিক এবং স্মৃতিবিজ্ঞানের উপর বেশ কটি বই লেখেন।

যদি তিনি জার্মানিতে থাকতেন তাহলে হয়তো ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্ু ১৫৯১ সালে ভেনিস থেকে তিনি এক রহস্যময় আমন্ণ পান। জুয়ানে মোসেনিগো নামের এক যুবক স্মৃতিবিজ্ঞান শেখার জন্য তাকে আমন্ণ জানান। ভেনিস তখন ইটালির একটি স্বাধীন প্রদেশ। তিনি ভেবেছিলেন রোমের প্রসারিত হাত হয়তো সেখানে পৌছাবে না। তিনি ভেনিসে গেলেন। তাঁর ছাত্র তখন তাকে সেখানকার ধর্ম আদালতের হাতে তুলে দিল। ব্রুঁনো ভেনিসের ধর্ম আদালতে বিচারের সম্মুখীন হলেন। তাঁর গুণধর ছাত্রটি তার বির"দ্ধে অভিযোগের এক দীর্ঘতালিকা প্রদান করেন। অভিযোগের তালিকায় বলা হয়েছিল যে ব্রুঁনো হযরত মুসাকে একজন বড় যাদুকর হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গল্প করেছিলেন, বাইবেলে যে কল্পকাহিনী ছাপানো আছে, তা গাঁজাখুরে গল্প ছাড়া কিছু নয়। যিশুও একজন যাদুকর ছিলেন এবং তিনি একজন জঘন্য ব্যক্তি। ব্র"নো নাকি বলতেন তিনি যিশুর চাইতেও ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারেন। যিশুর পুনর"খান ও তার virgin birth নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতেন। নরক বলে কিছু আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাই মৃত্যুর পর মানুষকে কোনো শাস্তি পেতে হবে না। ঈশ্বর বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকলে এমন অসম্পুর্ণ ও ত্র"টিপুর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি হত না। প্রার্থনা, সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন, ছবি কোন কিছুই কোন উপকারে আসে না। যাজকরা সবাই গাধা। কোন ধর্মই তাকে খুশী করতে পারে না। মোসেনিগো তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''তাহলে আপনি কোন ধর্ম বিশ্বাস করেন?'' উত্তরে এরিস্টটলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'যা প্রত্যেকটি আইন ও প্রত্যেকটি বিশ্বাসের শত্র"', বলে উ"চস্বরে হেসে উঠেছিলেন। ভেনিসের আদালতের সামনে নতজানু হয়ে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন এবং তার এসমস্ ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি কোনে অন্যায় দেখেন নি। মৃত্যুকে তিনি পরিহার করতে

চেয়েছিলেন আরও কিছু কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। তিনি তাঁর নতুন দর্শনের আলোকে ধর্মের একটি নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মুক্ত হলে তিনি জার্মানি বা ইংলন্ডে চলে যেতেন এবং তার ধর্মমতের পক্ষে প্রচার চালাতেন। কিছু অনুসারী তৈরীর চেষ্টা চালাতেন। ব্র"নো ভেবেছিলেন তিনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু রোমের উ"চ আদালত সে সুযোগ তাকে দেয় নি। প্রধান ধর্ম বিচারক কার্ডিনাল সান্সাসেভেরিনা ব্রুনোকে রোমের ধর্ম আদালতে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। ভেনিস সরকার প্রথমে বাধা দিলেও ব্র"নোকে রোমের ধর্ম আদালতের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

১৫৯৩ সালের ২৭শে ফেব্র"য়ারি তাকে রোমে আনা হয়। সাত বছর সেখানে তাঁকে কারার"দ্ধ করে রাখা হয়। তাকে লেখাপড়ার কোন সরঞ্জাম দেয়া হয় নি। ব্র"নোর বির"দ্ধে আটটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সেগুলো যে কি, তা কোন দিনই জানা যাবে না। কারণ তার ফাইলটি লুকিয়ে রাখা হয়। পরে নেপোলিয়নের হাতে পড়ে তা ধ্বংস হয়। ১৫৯৯ সালে তাঁর বিচার শুর" হয়।

১৬০০ সালের ২৫শে জানুয়ারি পোপ ক্লিমেন্ট ৬ষ্ঠ তাঁকে ধর্মনিরপ্রেক্ষ শাসকের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করেন। ব্র"নো এবারে কিন্তু ক্ষমা চান না। তিনি বলেন যে তিনি তার বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন না। কারণ তিনি এমন কিছু লেখেন নি বা বলেন নি যা প্রত্যাহারযোগ্য। ৮ই ফেব্র"য়ারি বিচারের রায় পাঠ করা হয়। সে রায়ে ব্র"নোকে অনুতাপশুন্য, গোঁয়ার, দুর্দম, একগুঁয়ে এবং ধর্মহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাকে গীর্জা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং যাজকীয় ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। সেন্ট পিটার গীর্জার আঙ্গিনায় জনসম্মুখে তার বই আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সেসব বইগুলিকে নিষিদ্ধ বইএর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর সে বইগুলো আজও নিষিদ্ধ বই এর তালিকায় রয়েছে। বিচারের রায় শুনে ব্র"নো বলেছিলন, "Perhaps you who pronounce my sentence are in greater fear than I who receive it." [**আমার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করার সময় মনে হল আপনারা আমার চেয়েও বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন**]

১৬ ফেব্র"য়ারি ব্র"নোকে Caupo dei Fiori তে আনা হয়। তাকে ক্লান্ত ও ভগ্নহৃদয় দেখা"ছিল। শেষ মুহূর্তেও চার্চ তাঁকে একা ছেড়ে দেয় নি, একদল যাজক তাকে ঘিরে থাকে এবং তাঁর বির"দ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। আগুন লাগাবার ঠিক আগ মুহূর্তে চুমু খাওয়ার জন্য তাকে একটি ক্রুশ দেয়া হয়। রাগে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। বলেন, ''আমি স্বই"ছায় মৃত্যুবরণ করছি।'' তিনি মনে করেন চিতার আগুনের লেলিহান শিখার ওপর চেপে তার আত্মা স্বর্গে পৌঁছে যাবে। তাঁকে উলঙ্গ করে একটি খুঁটির সঙ্গে বাধা হল। তারপর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সক্রেটিসের পর আর একজন পন্ডিতকে জ্ঞানচর্চার, ভিন্নমত পোষণ করার জন্য এবং কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য আত্মাহুতি দিতে হল।

ব্র"নোকে হত্যা করার দায় থেকে চার্চ কখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কপারনিকাসের De revolutionbus (১৫৪৩) প্রকাশিত হওয়ায় ক্যাথলিক চার্চ ততটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি। কারণ সম্ভবত এই যে তার সে তত্ত্ব কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বিদ্বৎসমাজের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্র"নোর সমর্থনজ্ঞাপন এবং তার সে তত্ত্বের পক্ষে প্রচারাভিযান চালানোর পরই বইটি নিষিদ্ধ করা হয় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে। বইটি প্রকাশের ৭৩ বছর পরে। আঠার শতক পর্যন্ত সে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। কিন্তু জিওর্দানো ব্র"নোর বইগুলি (প্রায় ২০টি) আজও ক্যাথলিক চার্চের নিষিদ্ধ বই-এর তালিকায় রয়েছে। ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে ধর্মযাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমীর বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে পোপ ২য় জন পল যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। বলেছিলেন,

> ''মাননীয় সভাপতি, আপনি আপনার ভাষণে সত্যিই বলেছেন যে গ্যালিলিও ও আইনস্টাইন একটি যুগকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলে। গ্যালিলিওর বিশালত্ব সকলের জানা, আইনস্টাইনের বিশালতার মতই। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি যাকে আজ আমরা সম্মানিত করছি কার্ডিনালদের কলেজের সামনে, বিপরীতে প্রথম ব্যক্তিটিকে সীমাহীন কষ্ট দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে চার্চের মানুষ ও সংগঠনের হাতে। আর এ সত্য আমরা চাপা দিতে পারি না।'' (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ ৩২)। ১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর রোমান ক্যাথলিক চার্চ অনি"ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে কপারনিকাসোর তত্ত্ব সমর্থন করে গ্যালিলিও সঠিক কাজ করেছিলেন, ব্র"নোর প্রতি এ রকম কোনো স্বীকারোক্তি চার্চ আজ পর্যন্ত করে নি। (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ ৩৩) বরং ব্র"নোর প্রতি ক্যাথলিক চার্চ যে এখনও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা এনসাইক্লোপোডিয়ার সর্বশেষ

সংখ্যায় ব্রুনো সম্পর্কে মন্তব্যে প্রকাশ পায়। সেখানে ব্রুনোকে চপলমতি ও অস্থিতিশীল চরিত্রের অধিকারী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রুনোর ধর্ম সম্পর্কে ধারণাগুলিকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেজন্য চার্চের রক্ষণশীল অঙ্গ 'ইনকুইজিশনে'র হাতে দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দী ও নির্যাতন ভোগ করার কথা বলা হলেও চার্চ কর্তৃপক্ষ যে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করে তার জন্য কোন অনুশোচনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় নি। (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃঃ ৩৩)।

তাই আসুন ব্রুনোর হত্যাকাণ্ডের চারশ বছর পুর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র স্মরণসভা থেকে আমরা আওয়াজ তুলি যে গ্যালিলিওর মত ব্রুনোর প্রতিও যে ক্যাথলিক চার্চ অমানবিক অপরাধ করেছিল আজ চার্চকে তা স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সেই সঙ্গে তার সমস্ত বই এর উপর থেকে ধর্মীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করত হবে।

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমুহঃ

1| Giordano Bruno (1548-1600): Christan Bartholmess - Internet.

2| John J. Kessler Ph.D, Ch.E: Giordano Bruno: The Forgotten Philosopher-Internet.

3| অভিজিৎ রায়, ''আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী'', অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫

4| H. Butterfield: The Origins of Modern Science, 1300-1800, G Bell and Sons Ltd, London, 1968.

5| শিশির কুমার ভট্টাচার্য, ''মানুষ ও মহাবিশ্ব,'' সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ।

6| Edward McNall Burns, Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner et. al. "World Civilization", Special Indian Edition, 1991.

7| M. Rosenthal & P. Yudin, "A Dictionary of Philosophy", Progress Publishers, Moscow, 1967.

8| Jostein Gaarder, "Sophies World," Berkley Books, New York, 1996.

9| সরদার ফজলুল করিম, ''দর্শন কোষ,'' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ ।